উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

জেল আপীল নং ৫৮৯/২০০৭
শাহজাহান বাদশা
--- দন্ডিত-আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র
--- প্রতিবাদী পক্ষে
রায় প্রদানঃ ১৫ই মার্চ, ২০১১ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা একটি জেল আপীল, দন্ডিত-আপীলকারীকে দায়রা মামলা নং-২৪৬/২০০২ যাহার জি,আর নং-৩৯/২০০২, যাহা মিঠাপুকুর থানার মামলা নং-১০ তারিখ ০৪/০৬/২০০২ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে বিজ্ঞ দায়রা জজ, রংপুর, ৩০/০৪/২০০৭ ইং তারিখে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ ৫০০০/-টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিলে দন্ডিত-আপীলকারী মোঃ শাহজাহান বাদশা উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া জেলখানা হইতে অত্র আপীল দায়ের করেন, যাহা জেল আপীল নং-৫৮৯/২০০৭ হিসাবে নিবন্ধিত হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলাঃ

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, ১ নং সাক্ষী সংবাদদাতা মোঃ নজরুল ইসলাম (৪০) পিতা- মৃত আঃ জব্বার মন্ডল, সাং-বোয়ালমারী, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা- রংপুর, এই মর্মে মিঠাপুকুর থানায় আসিয়া অভিযোগ করেন যে, তাহার বড় মেয়ে নীলা আক্তার বানু ওরফে কাজল রেখা-কে প্রায় ০২ বৎসর পূর্বে মোঃ

শাহজাহান বাদশা, পিতা মৃত মতিয়ার রহমান, সাং-বুটকান্দি, ডাকঘর-খেজরী কাটা, থানা-নকলা, জেলা-শেরপুর এর সঙ্গে বিবাহ দেন। বিবাহের পর হইতে তাহারা ঢাকায় থাকিত। তাহার মেয়ে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করিত। আর জামাই ঠিকাদারের পাইলিং এর মেকানিকের কাজ করিত। তাহার ২য় মেয়ে নাজমা খাতুন এর বিবাহের দিন ঠিক করিয়া কাজল রেখাকে সংবাদ দিলে সে স্বামী সহ ৭/৮ দিন পূর্বে তাহার বাড়ী আসে এবং কাজল রেখাকে রাখিয়া শাহজাহান বাদশা ঢাকায় চলিয়া যায়। গতকাল ০৩/০৬/২০০২ ইং তারিখ সোমবার বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, সকালে জামাই শাহজাহান বাদশা তাহার বাড়ী আসে। সারাদিন বিবাহের অনুষ্ঠানে সে উপস্থিত থাকে। রাত অনুমান ৮:৩০ ঘটিকার সময় নাজমাকে বিদায় দিয়ে সংবাদদাতা তাহার ভাইদেরসহ নতুন জামাইকে কিছু দান সামগ্রী দিয়া সম্মান করিবার জন্য আলাচনায় বসেন। আলোচনার সময় কাজল রেখা ও শাহজাহান বাদশাসহ বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা ছিল। কিছুক্ষণ পর শাহজাহান বাদশা কাজল রেখাকে ডাকদিয়া নিয়া বাড়ীর বাহিরে খুলিয়ানে যায়। বেশ সময় পর বাড়ীতে এবং আশেপাশে তাহাদের না পাইয়া খোঁজাখুজি করেন। শাহাজাহান বিয়ের অনুষ্ঠানের পরই কালকেই কাজল রেখাকে ঢাকায় নিয়া যাইতে চায় কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন নাজমাকে উঠাইয়া দেওয়া হইল মেয়েকে বাড়ি আনিয়া তারপর যাইবে। ইহাতে তাহার সন্দেহ হয় তাহার মেয়েকে শাহজাহান জোর করিয়া কিংবা কোনভাবে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় রওয়ানা হইল কিনা। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সন্ধানে রাত ১১:০০ টায় শঠিবাড়ী বাস ষ্ট্যান্ডে আসে এবং দেখে শাহজাহান বাদশা ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকাগামী কোচে উঠিয়া বসিয়া আছে। তিনি তাহাকে কাজল রেখা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বলে কাজল রেখা চাচা শাহিনুরের বাড়ীতে শুইয়া আছে। তিনি তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলিলে সে বলে ঢাকায় জরুরী কাজ আছে। তাহার

পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বাড়ি ফিরিয়া ছোট ভাই শাহীনুরের বাড়ীতে কাজল রেখার খোঁজ করে কিন্তু পায় নাই। তখন ধারণা করে তাহাকে কোথায়ও রাখিয়াছে যাওয়ার পথে বাসে উঠাইয়া চলিয়া যাইবে। অদ্য ০৪/০৬/২০০২ ইং তাং ভোর অনুমান ৫:৩০ ঘটিকার সময় তাহার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে জনৈক রাজ্জাক মিয়ার জমিতে কাজল রেখার লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার গ্রামের লুৎফর পিতা মৃত শফিয়ার রহমান বাড়ীতে আসিয়া সংবাদ দিলে তিনি ও বাড়ীর লোকজন সেখানে যাইয়া মেয়ের মৃত দেহ দেখে। গলায় গলা টিপিয়া ধরিবার দাগ দেখে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস নাজমা ঢাকা যাইতে রাজী না হওয়ায় আসামী শাহজাহান বাদশা গত ০৩/০৬/২০০২ ইং তারিখ রাত্রী অনুমান ৯:৩০ ঘটিকার দিকে কাজল রেখাকে ডাকিয়া বাড়ীর বাহিরে এবং ফাঁকা জমিতে নিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া শঠিবাড়ী বাস স্ট্যান্ডে আসিয়া কোচে ঢাকায় পালাইয়া যায়। উপরোক্ত ঘটনার সাক্ষী তাহার স্ত্রী (১) জয়গুন নেছা, ভাই(২) শাহীনুর, (৩) সিরাজুল, (৪) মান্নান এবং তাহার গ্রামের (৫) আতিয়ার পিতা আঃ হামিদ মন্ডল (৬) লতিফ পিতা আঃ হামিদসহ আরও অনেকে।

অতঃপর উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে মিঠাপুকুর থানায় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় মামলা নং-১০ তাং ০৪/০৬/২০০২ রুজু হয়। যাহার জি, আর নং-৩৯৬/২০০২। তৎপর মিঠাপুকুর থানার এস, আই, রেজাউল করিম তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তদন্তে একমাত্র আসামী শাহজাহান বাদশা এর বিরুদ্ধে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় ২৬/০৮/২০০২ ইং তারিখে ৩১১ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তৎপর মামলাটি বিচারের জন্য দায়রা জজ আদালতে বদলী হয় এবং দায়রা মামলা নং-২৪৬/২০০২ হিসাবে নিবন্ধনকৃত হয় এবং আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২

ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া পড়িয়া শুনাইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করার জন্য অভিযোগপত্রে সংযুক্তিয় ১৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। সাক্ষ্যাদি সমাপ্তির পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মর্মার্থ ভালোভাবে উপস্থাপনসহ পাঠ করিয়া শুনানী পূর্বক পরীক্ষা করা হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানান। অতঃপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা, প্রদর্শনীসমূহ বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া বিজ্ঞ দায়রা জজ, আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন। যাহার বিরুদ্ধে দন্ডিত-আপীলকারী সংক্ষুব্ধ হইয়া জেলখানা হইতে অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন, যাহা ২৩/০৭/২০০৭ ইং তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং নিম্ন আদালতের নথি তলব করা হয়।

যেহেতু আপীলটি নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে সেহেতু নির্দেশিত মতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে আমাদের কোন পক্ষের কোন বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করার সুযোগ হয় নাই।

আমরা এখন নথিতে সংরক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-উপকরণ, বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজার রায় ন্যায় সঙ্গত কিনা এবং আপীলকারী আপীলের কোন সুবিধা পাইতে পারেন কিনা?

আমরা সর্বপ্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিবঃ-

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী, মোঃ নজরুল ইসলাম, যিনি এজাহারকারী ও ভিকটিমের পিতা, জবানবন্দীকালে বলেন যে, মৃত কাজল রেখা তাহার বড় মেয়ে। ঘটনার ২ বছর আগে আসামী শাহজাহানের সাথে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকে ভিকটিম ও আসামী ঢাকায় থাকিত। ভিকটিম গার্মেন্টস এ চাকুরী করিত এবং আসামী ঠিকাদারের অধীনে কাজ করিত। তাহার দ্বিতীয় মেয়ে নাজমা খাতুনের বিবাহ ঠিক হইলে আসামী নাজমার বিবাহের তারিখে আসে। ০৩-০৬-২০০২ তারিখে বিবাহের পর রাত ৮:০০ টা হইতে ৮:৩০ ঘটিকার মধ্যে নাজমা ও নতুন জামাই বিদায় দেন, জামাই বিদায়ের পর তাহার ভাইয়েরা ও আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে বসে আলাপ আলোচনা করতেছিলেন। এ আলোচনায় আসামী ও তার স্ত্রী অর্থাৎ ভিকটিম ছিল। আলোচনার সময় আসামী ভিকটিম কাজল রেখাকে ডাকিয়া বাইরে নেয়। তাহারা ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে তাহারা আসামী ও কাজল রেখাকে খুঁজিতে থাকে। তাহাদেরকে না পাইয়া সন্দেহ হয় যে, আসামী ভিকটিমকে লইয়া ঢাকা চলিয়া যাইতেছে। সে তখন শঠিবাড়ী বাস স্ট্যান্ডে আসিয়া তাহাদেরকে খুঁজিতে থাকে এবং দেখে আসামী ঢাকাগামী একটি বাসে একাই বসিয়া আছে। কাজল রেখার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে কাজল রেখা চাচার বাড়ীতে টি,ভি, দেখিতেছে। তখন রাত ১১:০০ টা পার হইয়াছে। আসামীসহ বাস চলিয়া যায়। তিনি বাড়ীর পথে রওয়ানা হন। বাড়ী ফেরার পর দেখে ছোট ভাই সিরাজুল, আঃ মান্নান ও ভগ্নিপতি জায়দুল আসিতেছে। তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করে ভিকটিমকে তাহারা দেখিয়াছে কি না? তাহারা না বলায় সবাই মিলিয়া আবার বাড়ী গিয়া ভিকটিমকে খুঁজিতে থাকে কিন্তু ভিকটিমকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পর দিন ভোর ৬:০০ টায় আবদুর রেজ্জাকের জমিতে তাহার চাচা লুৎফর রহমান ভিকটিমের লাশ দেখে। সে চিৎকার দিয়া আসিয়া

তাহাকে সংবাদ জানাইলে তাহারা সেখানে যায় ও ভিকটিমের লাশ দেখে। ভিকটিমের গলায় দাগ দেখে। ভিকটিমকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। ভিকটিম ঢাকা যাইতে রাজী না হওয়ায় আসামী ভিকটিমকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া তাহাদেরকে না বলিয়া ঢাকা চলিয়া যায় তাহারা থানায় আসে। রেজাউল এজাহার লেখে। তিনি দস্তখত দেন। এজাহার প্রদর্শনী-১, তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ হিসাবে সনাক্ত করেন। আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, ছোট মেয়ের বিবাহের দিনে এই আসামী সারাক্ষণই তাহাদের সাথে ছিল। ভিকটিম এবং আসামী অন্য মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে রংপুর আসে। আসামী শাহজাহান বাদশা ঢাকায় গার্মেন্টস এ চাকুরী করিত। ঢাকায় যাওয়ার টিকিট ঘটনার আগেই করিয়াছিল কিনা জানেনা, তাহার মেয়ে ভিকটিম কাজল রেখা আসামীকে তাহার বাড়ীতে কয়েক দিন বেড়াইয়া যাইতে বলে কিন্তু আসামী ছুটি না পাওয়ায় কাজল রেখাকে রাখিয়া একাই ঢাকায় যায়। উক্ত তারিখের ১৩ দিন পর আসামী পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসে কাজল রেখাকে ঢাকায় নেয়ার জন্য। তাহারা সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধৃত করে এবং পুলিশে সোপর্দ করে।

রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভিকটিমের চাচা. জবানবন্দিকালে বলেন, ভিকটিম আওার বানু তাহার ভাতিজি। বাদীর ৩ মেয়ে ১ ছেলে, ভিকটিম বাদীর প্রথমা কন্যা। ঘটনার ২ বৎসর আগে ভিকটিমের সাথে আসামীর শাহজাহান বাদশার বিবাহ হয়। ভিকটিম ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করিত ও আসামী ঢাকায় ঠিকাদারের অধীনে কাজ করিত। উভয়ে ঢাকায় একত্রে থাকিত। বাদীর তৃতীয় মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে আসামী ও ভিকটিম একত্রে ঢাকা হইতে আসে। দিনের বেলায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। জামাই দিনে বিদায় হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা ৮:০০ ঘটিকায় পরিবারের লোকজন

বাদীর ঘরে বসে আলাচনা করিতেছিলেন। ভিকটিম ও আসামী ঐ আলোচনায় ছিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাহির হইয়া যায়। ঐ আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হইলে ভিকটিম ও আসামীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাদের সন্দেহ হয় যে, উভয়ে ঢাকা চলিয়া গিয়াছে। তাহাদেরকে অনুসন্ধান করার জন্য বাদী শঠিবাড়ী বাসষ্ট্যান্ডে যায় ও ঢাকাগামী কোচে তাহাদেরকে সন্ধান করিতে থাকে, তখন একটি বাসে আসামীকে বসা অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন আসামীকে ভিকটিমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে বলে যে, ভিকটিমকে চাচার বাসায় রাখিয়াছে তথায় সে টিভি দেখিতেছে। আসামীকে ফিরিয়া আনার জন্য অনুরোধ করা হইলে সে আসে না। তখন বাদী ফিরিয়া আসিয়া আমার ভাই শাহানুর এর বাড়ীতে ভিকটিমের সন্ধান করে কিন্তু ভিকটিমকে পাওয়া যায় না। অতঃপর সম্ভাব্য জায়গায় ভিকটিমের খোঁজ করিয়া তাহাকে পাওয়া যায় না। পরদিন ভোরবেলা তাহার গ্রামবাসি চাচা রাজ্জাক মিয়া জমি হইতে হাঁস তাড়াইতে গেলে ঐ জমিতে ভিকটিমের লাশ দেখিতে পায়। তাহারা সংবাদ পাইয়া ভিকটিমের লাশ দেখে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসে। গলা টিপিয়া ও ভিকটিমের মাথা কাঁদায় ডুবাইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ভিকটিমকে হত্যা করে। লাশ উঠাইয়া বাড়ী নিয়া আসে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসে। লাশের সুরতহাল করে ও মর্গে নিয়া যায়। বাদী থানায় গিয়া এজাহার দেয়। আসামী ডকে আছে। এই আসামী শাহজাহান বাদশা ভিকটিমকে হত্যা করিয়া পালাইয়া যায়। ১ বৎসর আগে ঐ ঘটনা ঘটে।

জেরাকালে সাক্ষী বলেন, তিনি কাজল রেখার আপন চাচা। বাদীর বাড়ী হইতে তাহার বাড়ী ১০০ গজ দূরে। কাজল রেখার বোন নাজমার বিয়ে হয় দুপুরে। বিয়ে হওয়ার পরও ৭:০০-৮:০০ টা পর্যন্ত ঘটনার বাড়ীতে ছিলেন। আসামী শাহজাহান বাদশা ও কাজল রেখার মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল। কাজল রেখাকে একা রাখিয়া আসামী যায় নাই।

তিনি গাড়ীতে যায় নাই। আসামী যে গাড়ীতে যায় তাহার ভাই সেখানে গিয়াছিল তাহার ভাইয়ের নিকট যাইয়া শুনিয়া জাবানবন্দি দিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, আসামী শাহজাহান বাদশাহ ঢাকায় গার্মেন্টসে ছোট চাকরি করায় ছুটি না পাওয়ায় স্ত্রী কাজল রেখাকে শ্বশুর বাড়ি রাখিয়া একাই ঢাকায় চলিয়া যায়। আসামী বলিয়াছিল কাজল রেখাকে চাচার বাড়ি রাখিয়া গিয়াছিল। চাচার বাড়িতে পাই নাই তাহাকে। রাত ৭/৮ টায় বৈঠক বসে। ১০/১৫ মিঃ বৈঠক চলে। শাহজাহান বাদশা উক্ত বৈঠকে ছিল। সে কখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় দেখে নাই। আসামী শাহজাহান বাদশা যে গাড়ীতে ঢাকা যায় উহাতে শুধুমাত্র বাদীর সাথেই তাহার দেখা হয়। সে বা অন্য কাহারো সাথে দেখা হয় নাই। ইহা সতা নহে যে, উক্ত তারিখের ১৩ দিন পর আসামী কাজল রেখাকে নিতে আসে। পাগল অবস্থায় আসামীকে ডেন্ডাবাড়ি হাট হইতে ধরে। তাহার ভাই শাহিনুর তাহাকে ধরে। তিনি পরে সেখানে যায়। শত শত লোক সেখানে ছিল। পুলিশ ও উপস্থিত হয়। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী মোঃ শাহানুর ভিকটিমের আর এক চাচা। জবানবন্দিতে বলেন যে, মৃত কাজল রেখা তাহার ভাতিজী। মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্বে শাহজাহান বাদশার সাথে তাহার বিবাহ হয়। উহারা ঢাকায় থাকিত। কাজল রেখা গার্মেন্টসে চাকুরী করিত। আসামী শাহজাহান বাদশাহ ঠিকাদারের পাইলিংয়ের কাজ করিত। ঘটনার ৭/৮ দিন পূর্বে উহারা তাহার ছোট ভাতিজী নাজমার বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের বাড়ি আসে। আসামী তাহাদের ভাতিজী কাজল রেখাকে রাখিয়া ঢাকায় চলিয়া যায়। ০৩/০৬/২০০৩ ইং সোমবার সকাল ১০:০০ টায় পুনরায় সে ঢাকা হইতে তাহাদের বাড়ি আসে। ঐ দিনই রাত ৮/৯ টার মধ্যে নাজমার বিবাহ বিদায় হইয়া যাবার পর তাহার ভাই ব্রাদার সবাই একত্রে বসে। রাত সাড়ে নয়টার দিকে শাহজাহান বাদশা

তাহার ভাতিজী কাজল রেখাকে লইয়া বাহিরে যায়। ইহার পর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হইলে উহারা না আসায় খোঁজাখোঁজি করিয়া পায় নাই। রাত ১১:০০ টার দিকে তাহার ভাই বাদী শঠিবাড়ি বাস স্টান্ডে যায় এবং আাসামীকে ঢাকাগামী বাসে চড়িয়া ঢাকায় যাইতে দেখে। তাহার জিজ্ঞাসাবাদে আসামী জানায় মেয়ে কাজল রেখা চাচার বাড়ী আছে। সরল বিশ্বাসে তাহার ভাই বাড়ি চলিয়া যায়। তাহার ভাই আসিয়া সাক্ষীর বাড়িতে মেয়ের খোঁজ করিয়া না পাওয়ায় গভীর রাত হইয়া যাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়ে। সকাল বেলা চিল্লাচিল্লি শুনিয়া উঠিয়া যাইয়া দেখে ভাইয়ের বাড়ির পূর্ব দিকে রাজ্জাক মন্ডলের কাটা ইরি ধান ক্ষেতে ভাতিজীর লাশ। লাশের গলায় হাতের আঙ্গুলের ছাপ এবং ডান কিংবা বাম চোখের উপর ঘুষির কারনে জখম দেখে। গলা টিপিয়া ভাতিজীকে হত্যা করা হয়। আসামীর একটা পায়ের স্যান্ডেল ভাসমান অবস্থায় এবং একটা স্যান্ডেল কাদার নিচে দেখিতে পান। ইহার পর ভাইসহ থানায় যায় ও,সি, সাহেব আসেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন, তাহার বাড়ী ও বাদীর বাড়ির মাঝে দূরত্ব ১/২ কিঃ মিঃ। বিবাহ শেষে তাহার মেয়ে ও স্ত্রী বাড়ি ফিরিয়া আসে। বিকাল ৪:০০ টার দিকে বরযাত্রী আসে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী ২/৪ জনকে দাওয়াত করে। বিয়ের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইতে ৯:০০ ঘটিকা হইতে ৯:৩০ ঘটিকা বাজিয়াছিল। বিবাহ খাইতে আসামী ঢাকা হইতে আসিয়াছিল। সে বলে নাই যে, বিবাহ শেষে সে ঢাকায় চলিয়া যাইবে এবং তাহার স্ত্রী থাকিয়া যাইবে, কাজল রেখাকে শাহাজাহান বাদশা আমাদের সামনে দিয়া লইয়া বাহির হয়। আঃ লতিফ, আতিয়ার রহমান, আঃ খালেক, শাহআলম, ইয়াসিন, ভাবী জয়গুন্নেছা, তাহার বোন ভাগ্নী ও অন্যানরাসহ তখন আঙিনায় ছিলেন। ইহা সত্য নহে যে, আসামীকে বাড়িতে থাকার জন্য মৃত কাজল রেখা অনেক অনুনয় বিনয় করে বা আসামীর ঢাকায় কাজ থাকায় চলিয়া যায় বা আসামীর কোন

স্যান্ডেল তাহারা পায় নাই। মৃতার লাশ প্রথমে লুৎফর রহমান দেখে এই সাক্ষী শুনিয়াছে পরদিন সকাল বেলা ৬:৩০/৭:০০ টার দিকে, ২ নং সাক্ষী তাহার মেঝোভাই সিরাজুল ইসলাম এর নিকট হইতে। ঐ মুহূর্তেই তিনি ঘটনাস্থলে যায়। প্রথমে ৫০/৬০ জনকে সেখানে দেখিতে পায়। পর্যায়ক্রমে ২ হাজার লোক উপস্থিত হয়। ঢাকা যাওয়ার বাসে তাহার ভাই আসামীকে দেখে। সেখানে তিনি যান নাই। ভাইয়ের কাছে উহা শুনিতে পায়। ইহা সত্য নহে যে, আসামী শাহজাহান বাদশা বিবাহের অনুষ্ঠানের পর ঢাকায় চলিয়া যায়। সে তিন দিন পর্যন্ত বিবাহ বাড়িতে থাকার কথা ছিল। ইহা সত্য নহে যে, তিনি জানেন না ভাতিজী কিভাবে মারা গিয়াছে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী মোছাঃ জয়গুন্নেছা ভিকটিমের মা, জবানবন্দিকালে বলেন, মৃতা কাজল রেখা তাহার বড় মেয়ে। ঘটনার ২ বৎসর পূর্বে আসামী শাহাজাহান বাদশার সাথে বিবাহ দেন। উহারা ঢাকায় থাকিত। কাজল রেখা গার্মেন্টসে কাজ করিত। শাহজাহান বাদশা পাইলিংয়ের কাজ করিত। ছোট মেয়ে নাজমার বিবাহ উপলক্ষে ১০/১২ দিন পূর্বে উহারা ঢাকা হইতে আসে। কাজল রেখাকে রাখিয়া শাহজাহান বাদশা মাঝে ঢাকায় চলিয়া যায়। ০৩/০৬/২০০২ ইং তারিখ সোমবার পুনরায় সে ঢাকা হইতে আসে, ছোট মেয়ে নাজমার বিবাহ হয় এবং ঐ দিনই সন্ধ্যা ৮:০০ টায় বিদায় হয়। ইহার পর ছোট মেয়েকে জামাই বাড়ি হইতে ফেরৎ আনার কথাবার্তা বলিবার জন্য অন্যান্য সাক্ষীগণ তাহারা সবাই আঙিনায় বসে। আলোচনা চলাকালে এক পর্যায়ে বড় মেয়ে ভিকটিম ও আসামী গরম লাগায় উঠিয়া বাহিরে যায়। ইহার পর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হইলে উহারা না ফেরায় সকলে খোঁজাখুজি করে। খোজাখুজি করিয়া পায় নাই। তাহার স্বামী শঠিবাড়ী বাস স্টান্ডে যায়। আসামীকে বাসে বসা দেখিয়া ভিকটিম কাজল রেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আসামী বলে যে, সে চাচার বাড়িতে। তাহার স্বামী সেখান হইতে

তাহার দেবরের বাড়ী যায়। কিন্তু দেবরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, সে বাড়িতে কাজল রেখা যায় নাই। খোজাখুজি শেষে স্বামী ফিরিয়া আসে এবং রাত গভীর হওয়ায় ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন পাশের বাড়ির লোকজন চিল্লাচিল্লি করিয়া জানায় যে, রাজ্জাকের জমিতে কাজল রেখার লাশ পড়িয়া আছে। তাহারা সেখানে যায় মৃতার গলা টিপিয়া মারার দাগ ছিল এবং ডান চোখের উপর ঘুষির জখম ছিল। নিকটেই ভাসমান ১টি স্যান্ডেল ও কাদায় ১টি স্যান্ডেল পাওয়া যায়। যাহা জামাই এর অর্থাৎ এই আসামীর। শাহজাহান বাদশাকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, বিবাহের পরে ২ বৎসর ভিকটিম ভালভাবেই সংসার করে। উহাদের মধ্যে কোন ঝুট ঝামেলা হয় নাই। বিবাহের পর দিনই আসামী চলিয়া যাইতে চাহিলে তাহারা নিষেধ করে। তখন সে আর কিছু বলে নাই। দুই জনের আয়ে ঢাকায় সংসার চলিত। কাজের অসুবিধা হইবে এমন কথা আসামী বলে নাই। আঙিনায় তাহারা ১০/১২ জন বসেছিলেন। তাহার ছোট মেয়ের বিবাহের পর রাত ০৮:০০ টার দিকে বিদায় হয়। জামাই ঐ দিন রাত্রেই ঢাকায় যাবার টিকিট করিয়া রাখিয়াছিল মর্মে তাহাদের বলে নাই। তাহার ব্যাগপত্র সব বাড়িতেই ছিল। দারোগা উহা জব্দ করিয়া নিয়াছে। দেবর সিরাজুল, মান্নান, শাহিনুর উহা দারোগাকে দিয়াছিল। তাহাদের বাড়ি থাকা অবস্থায় আসামী ভিকটিমের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হয় নাই। ইহা সত্য নহে যে, ভিকটিম কিভাবে মারা যায় আসামী জানে না বা ভিকটিম মারা যাবার বিষয় জানিত না। বেশ কিছু দিন পরে অর্থাৎ ১২ দিন পরে সে ঢাকা হইতে তাহাদের বাড়ি আসে। তখন পুলিশকে সংবাদ দিয়া তাহাকে গ্রেফতার করায়। মেয়ের লাশ পড়িয়া থাকার স্থানে সকাল ৬:০০ হইতে ৬:৩০ ঘটিকায় গিয়াছিলেন। ইহা সত্য নহে যে,

ঘটনাস্থলে আসামীর কোন স্যান্ডেল পাওয়া যায় নাই বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন বা সম্পূর্ণ সন্দেহবশতঃ আসামীকে ফাসানোর জন্য মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন ।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী মোঃ ফেরদৌস মন্ডল, জবানবন্দীকালে বলেন যে, বাদী তাহার প্রতিবেশী চাচাত ভাই। গত ০৩/০৬/২০০২ ইং তাহার মেয়ে নাজমা বেগমের বিবাহ হইয়াছিল। তাহারা ঢাকায় থাকিত। রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষে মেয়ে নাজমা স্বামীর বাড়ীতে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর শুনিতে পান বাদীর বড় মেয়ে ভিকটিম ও আসামীকে পাওয়া যাইতেছে না। রাতে খোঁজাখুজির করিয়া পাওয়া যায় নাই। জনৈক লুৎফর রহমান মাছ মারার ডারকি তোলার জন্য যায় সকাল অনুমান ৭:০০ ঘটিকায়। কাছেই রাজ্জাক মন্ডলের জমির মধ্যে কাজল রেখাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। জমিতে ধান ছিল না। একটু পানি ছিল। ইহা শুনিবার পর তাহারা সকলে সেখানে যায়। তিনি শাহিনুর এবং আঃ লতিফ মন্ডল থানায় যায়। দারোগাকে লইয়া লাশের নিকট যায়। আসামীর পায়ের একটি চামড়ার স্যান্ডেল কাদায় আটকা ছিল এবং একটি ছিল ভেসে। লাশ তুলিয়া আনার পর দেখিতে পায় বুকের ডান পার্শ্বে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। আসামী ঘটনার বাড়িতে একটি মাফলার ও একটি গেঞ্জি রাখিয়া গিয়াছিল। দারোগা লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে দস্তখত দেন। সনাক্তমতে সুরতহাল প্রতিবেদনে তাহার দস্তখত প্রদর্শনী ২,২(১) চিহ্নিত করেন। ১০/১২ দিন পর ভেন্ডাবাড়ি রাস্তা দিয়া বাদীর চাচা যাওয়ার সময় আসামী শাজাহানকে দেখে, শাহজাহান তাহাকে দেখিয়া দৌড় দেয়। তখন তাহাকে ধাওয়া করিয়া ধানবাটিতে লোকজন ধরিয়া ফেলে এবং তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেফতার করিয়া নেয়। আপীলকারী শাহজাহানকে সনাক্ত করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে তাহার স্যান্ডেল পড়িয়াছিল এই প্রশ্নের জবাব সে দেয় নাই।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, পুলিশের কাছে ঘটনার একদিন পর জবানবন্দি দেন। ইহা সত্য নহে যে, পুলিশকে বলেন নাই যে, ঘটনার ১০/১২ দিন পর বাদীর চাচার সাথে আসামীর দেখা হয় বা ধানবাটিতে তাহাকে ধরে। ঘটনার পরদিন সকাল ৭:০০ হইতে ৮:০০ ঘটিকায় লুৎফর রহমানের নিকট জানতে পারেন কাজল রেখা মারা গিয়াছে। তাহার বাড়ি ও বাদীর বাড়ি ২০ গজ দূরত্বের মধ্যে। সে তাহার চাচাত ভাই। কাজল রেখার লাশ যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে সকাল ৭:০০ হইতে ৮:০০ ঘটিকায় যায়। তাহার সাথে আঃ খালেক এবং আরো ৫/৭ জন ছিল। তাহাদের নাম মনে নাই। ঘটনাস্থলে ৫০/৬০ জন লোক ছিল। উহা জমির মধ্যে ছিল। ইহা সত্য নহে যে, আসামী ধৃত হওয়ার পর স্যান্ডেল তাহার মর্মে স্বীকার করার কথা সত্য নয় বা লাশের নিকট হইতে পাওয়া স্যান্ডেল আদৌ তাহার নয় বা বাদী তাহার চাচাত ভাই হওয়ায় তাহার কথামত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী মোছাঃ নাজমা বেগম জবানবন্দিকালে বলেন, মৃতা কাজল রেখা তাহার বড় বোন। ঘটনার ৩ বৎসর পূর্বে তাহার বোনের বিবাহ হয় আসামীর সাথে। তাহার বোন ঢাকায় গার্মেন্টেসে চাকরী করিত। আসামী পাইলিংয়ের কাজ করিত। তাহার বিবাহের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বোন ও আসামী ৮ দিন পূর্বে আসে, ঐ রাতেই আসামী চলিয়া যায়, বোন থাকে। বিবাহের অনুষ্ঠানের দিন আসামী আবার আসে। বিবাহের অনুষ্ঠান হয় দুপুরে। রাত ৮/৮:৩০ টায় সে স্বামীর বাড়ি চলিয়া যায়। ০৩/০৬/২০০৩ ইং তাহার বিবাহ হয়। পরদিন ছোট চাচা মান্নান আসিয়া তাহার স্বামীর বাড়িতে সংবাদ দেয় তাহার বোনের লাশ জমিতে পড়িয়া আছে। আর আসামী তাহার বোনকে মারিয়া চলিয়া গিয়াছে। লাশের কাছে জমিতে আসামীর স্যান্ডেল পাওয়া গিয়াছে। সে ঘটনস্থলে গিয়াছিল। বোনকে দেখার পর তাহাকে বাড়ি নিয়া আসে। পরে থানা হইতে

লোক যাইয়া বোনের লাশ বাড়ি লইয়া আসে। তাহার সর্ব শরীরেই জখম দেখেন। ঘটনার রাতে উহাদের খোজাখুজি করিয়া পায় নাই। ১১ দিন পর আসামী ভেন্ডাবাড়ি হাটে আসিয়া পাগলের মত ঘোরাফেরা করিতে থাকিলে তাহাকে দৌড়াইয়া ধানবাটিতে ধরে এবং পুলিশে দেয়। ঘটনার রাতে আসামী তাহাদের বাড়িতে ব্যাগ, মাফলার, লুঙ্গি রাখিয়া যায়। জমিতে পাওয়া যায় তাহার স্যান্ডেল। আসামী আজ ডকে উপস্থিত আছে।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার পরদিন সকাল ৮:০০ টায় ঘটনার কথা শুনে। তাহার স্বামী সাদু মিয়া সহ ঘটনাস্থলে যায়। সে সাক্ষী নয়। সকাল ৮:০০ টায় বাবার বাড়ি পৌঁছায়। দূরত্ব অনুমান ৬/৭ মাইল হইবে। রিকসায় গিয়াছিল। যখন বাড়িতে যায় তাহার মা বাবা ভাই সহ আরও লোক জন ছিল। লাশটি পড়িয়াছিল তাহাদের বাড়ি হইতে অনুমান ১০০/১৫০ গজ দূরে। রিক্সা হইতে নামার পর সে তাহার স্বামী সহ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে ২/৪ মিনিট ছিলেন। তাহার মৃতা বোন ও তাহার স্বামীর সুখের সংসার ছিল। আসামী মাঝে মাঝে বোনকে বেড়াতে নিয়া আসিত। ঘটনার পূর্বে উহাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি মারামারি হইত না। পূর্বেও সে বোনকে রাখিয়া চলিয়া যাইত। ৮ দিন পূর্বে বোনকে রাখিয়া তাহার বিবাহের দিন বিবাহ খাওয়ার জন্য আসে। ঐ রাতেই সে ঢাকা চলিয়া যাইতে চায়। বোন তাহাকে আরও ২/১ দিন থাকতে বলে। আসামী রাজী হয় নাই। ঐ রাত্রেই সে ঢাকা চলিয়া যায়। ঘটনাস্থলে পাওয়া স্যান্ডেল আসামীর নয় একথা সত্য নয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী মোঃ আঃ খালেক. জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৩/০৬/২০০২ ইং ঘটনার সময় ভেন্ডাবাড়ি বাজারে ছিলেন। রাত্র ১০:০০ টায় বাড়ি ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। পরদিন সকালে শুনেন যে, কাজলরেখাকে তাহার স্বামী সাজাহান বাদশাহ মারিয়া ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থলে যান। কাজল রেখার

পিতার বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে একটি ইরি ধান কাটা জমিতে লাশটি দেখেন। জমিটায় একটু পানি ছিল। একটি পুরুষের স্যান্ডেল ভাসা অবস্থায় এবং অপর একটি স্যান্ডেল কাদায় পড়া অবস্থায় দেখেন। মৃতার চাচা সিরাজুল স্যান্ডেল দুইটি বাড়িত লইয়া আসে। থানায় এজাহার করার পর দারোগা আসিয়া লাশ, স্যান্ডেল, শার্ট খয়েরী রংয়ের গেঞ্জি,পলিস্টারের লুঙ্গি বাদীর বাড়ী হইতে সীজ করিয়া নেয়। উক্ত স্যান্ডেল ও কাপড় চোপড় আসামীর ছিল। শার্টের রং সঠিক খেয়াল নাই। জব্দ নামায় ইহা তাহার দস্তখত। সনাক্ত মতে জব্দ নামা ও দস্তখত প্রদশর্নী- ৩,৩(১) চিহ্নিত হয়। ঘটনার কয়েক দিন পর আসামী ভেন্ডাবাড়ি হাটে আসিয়া ঘুরাফেরা করা কালে বাদীর ভাই দেখিতে পাইয়া তাহাকে লোক জন লইয়া দৌড়াইয়া ধরে এবং পুলিশে শোপর্দ করে । আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, মৃতার লাশ যেখানে পড়িয়াছিল সেখান হইতে তাহার বাড়ি অনুমান ৫০ বিঘা দূরে। তিনি সামান্য ব্যবসা করেন। সকাল ৮/৮:৩০ টার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে ১৫০/২০০ লোক ছিল, পুলিশ আসে নয়টা/দশটার দিকে। শাহজাহান বাদশাকে ডেন্ডাবাড়ি বাজার হইতে ধরতে দেখেন নাই, শুনিয়াছেন ঘটনার ১০/১১ দিন পরে তাহাকে ধরে। মন্টু, আঃ সালাম, তিনি এবং অন্যান্যরা থানায় যান। নজরুল, সিরাজুল, শাহিনুর, লতিফ মন্ডল, লতিফ মেম্বারসহ আরও লোক থানায় যায়। আসামীকে হাজতে দেখেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে আসামীকে। তাহারা উহা শুনেন। বাদীর বাড়ীতে ঘটনার দিনই পুলিশ তাহার জবানবন্দি নেয়। ইহার পর আর তাহাকে জিজ্ঞসাবাদ করেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দিতে আসামী স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করে নাই। তাহার জবানবন্দিতে পুলিশকে উহা শুনার কথা বলার

প্রশ্ন আসে না। বাদী তাহার প্রতিবেশী ও চাচা। ইহা সত্য নহে যে, তিনি চাচার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নং সাক্ষী মোঃ আঃ মান্নান. জবানবন্দিকালে বলেন যে, ভিকটিম কাজল রেখা তাহার ভাতিজী। গত ০৩/০৬/২০০২ ইং রোজ সোমবার তাহার বড় ভাই নজরুলের অপর কন্যা নাজমার বিবাহের তারিখ ছিল। ভিকটিম কাজল রেখা ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করিত। নাজমার বিবাহ উপলক্ষে উহারা উভয়েই তাহার ভাইয়ের বাড়ী আসে। বিকাল ০৩:০০ টায় বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। খাওয়া দাওয়া শেষে রাতে ০৮:০০ টার মধ্যে নাজমাকে লইয়া লোকজন চলিয়া যায়। ইহার পর তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে নিজেরা মিটিং বসে ভিকটিম কাজল রেখা ও আসামী বাদশাহ শাহজাহান বাড়ির বাহিরে ঘোরাফেরা করিতে যায়। উহারা না ফেরায় খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে ভিকটিমের বাবা শঠিবাড়ি বাস স্টান্ডে যায়। বাদশা শাহজাহানকে বাসে চড়িয়া যাইতে দিখিয়া ভিকটিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দেয় তাহাকে চাচার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে। তাহার ভাই ফিরিয়া তাহার সব ভাইয়ের বাড়িতে খোজ করে কাজল রেখাকে না পাইয়া ভোর বেলা ঘুমাইতে যায়। সকাল বেলা তাহার এক চাচা লুৎফর হাস ছাড়িয়া ক্ষেতের দিকে যাইতে থাকা কালে জমিতে লাল শাড়ি দেখিতে পায়। আগাইয়া যাইয়া ধান কাটার পর জমিতে গোড়া থাকা পানি যুক্ত জমিতে কাজল রেখার লাশ পড়িয়া আছে। সেখানে আসামী পায়ের স্যান্ডেল জোড়া পাওয়া যায়। চকলেট রংয়ের চামড়ার স্যান্ডেল পরে পুলিশকে দেন। তিনি লাশ দারগাকে দেখান। ঘটনার ১০/১২ দিন পর ভেন্ডাবাড়ি হাটে যাইতে ছিল তাহার ভাই। সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা হইতে ৮:০০ ঘটিকায় আসামীকে আসিতে দেখিয়া লোকজনের সহায়তায় তাহাকে ধৃত করিয়া ভেন্ডাবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে সোর্পদ করে।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, তাহার বাড়ি হইতে মৃতা ভাতিজীর বাড়ি ১/৪ মাইল দূরে। রাত ৮:০০ টার দিকে নাজমা খাতুনকে নিয়ে যায়। কাজল রেখাও আসামী বাদশা সাহাজাহান ঢাকায় সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে ছিল। তাহাদের মধ্যে মনে মনে ঝগড়া বিবাদ থাকতেও পারে নাও পারে। কাজল রেখা আসামীকে ২/৪ দিন আরও থাকতে বলিয়াছিল। সে কাজ আছে হেতু না থাকিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়াছিল। কাজলরেখাকে কিভাবে মারল আমি নিজে চোখে দেখি নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নং সাক্ষী মোঃ আঃ লতিফ মন্ডল. জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি মামলার ঘটনার সময় ১৩ নং গোপাল পুর ইউপির ১নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ০৩/০৬/২০০২ ইং তারিখে বাদীর মেয়ে অর্থাৎ বানুর (কাজল রেখার) ছোট বোনের বিবাহে যান। বরযাত্রী বিদায় করিয়া বাড়ীতে যান। পরদিন ভোরে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল এবং সংবাদ পান যে, কাজল রেখা ও আসামীকে পাওয়া যাইতেছে না। কাজল রেখাদের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার পাশে পানির উপর একটি চামড়ার স্যান্ডেল ভাসা দেখতে পাওয়া যায়। আরও একটি সেন্ডেল কাদার আটকা দেখা যায়। কিছুটা পুর্ব দিকে সবাই অগ্রসর হইয়া দেখেন লাশটি উত্তর দক্ষিণে শায়িত। ইহার পর বাদীর এক ভাইকে লইয়া থানায় যান এবং ও,সি সাহেবকে সংবাদ দেন। একজন দারোগাকে ঘটনাস্থলে পাঠান। পরে তিনি ও,সি, সাহেবের সাথে গাড়িতে আসেন। আসিয়া দেখেন লাশটি মৃতার বাড়িতে আনিয়া সুরতহাল করা হইয়াছে। মৃতার গলা ও একটি চোখের উপর ফোলা দেখিতে পান। শরীরেও জখম ছিল বামস্তনের উপর। আলামত হিসাবে আসামী সাজাহানের ১ জোড়া স্যান্ডেল, মাফলার, শার্ট এবং মৃতা কাজল বানুর ১টি ব্লাউজ জব্দ করা হয়। জব্দ নামায় দস্তখত দেন। সনাক্তমতে দস্তখত প্রদশর্নী ৩(২) চিহ্নিত করেন। ঘটনার ৭/৮ দিন পরে ভেন্ডাবাড়ি হাটে আসামী

সাজাহানকে দেখতে পায় ভিকটিমের চাচা। সে তাহাকে হাটে উহা জানায়। বহু লোকজন তাহাকে ধাওয়া করিয়া ধরে। হাটের পার্শ্ব ভেন্ডাবাড়ি তদন্ত কেন্দ্রে তাহাকে নেয়া হয়। ফোনে থানায় জানাবার পর থানার পুলিশ আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। লাশের পাশে পাওয়া স্যান্ডেল সম্পর্কে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে সে উহা তাহার বলিয়া স্বীকার করে। ঐ দিন সে খালি পায়ে ছিল। জিজ্ঞাসা বাদে সে আরও জানায় ছোট বোনের বিয়ের পর ভিকটিমকে আসামী ঢাকায় লইয়া যাইতে চাহিলে ভিকটিম রাজী না হওয়ায় তাহাকে ঘুষাঘুষি মারিয়াছিল এবং সে মরিয়া গেল কিনা দেখিতে আসিয়াছে। আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে মারিতে দেখেন নাই। লাশ দেখার পর সবাই ইহা বলিয়াছে। কথিত স্যান্ডেল এর মত স্যান্ডেল আরও মানুষের আছে। পাবলিক ধরিয়া আসামীকে ভেন্ডাবাড়ি হাটে ধরে। তিনি তাহাকে তদন্ত কেন্দ্রে নেন। পুলিশ ঘটনার পরদিনই এজাহার নিয়াছিল। আসামী মারার পর ভিকটিম মরিয়া যাইতে কেহ স্বচক্ষে দেখে নাই। রাস্তার পার্শ্বে স্যান্ডেল পাওয়া গিয়াছিল এবং কাছেই লাশ ছিল। ভিকটিমকে আসামী বাদীর বাড়ি হইতে নেওয়ার সময় কে দেখেন তাহাকে বলেন নাই। ভেন্ডবাড়ি হাটে ৪০/৫০ জন লোক ধাওয়া করিয়া তাহাকে ধরে। ভিকটিমের চাচা শাহনুর উপস্থিত ছিল। পানের দোকানী মজিবর তাহাকে আসামী ধরার কথা জানায়। আসামী ভিকটিমকে বাড়ি হইতে নেওয়ার সময় শাহনুর, আতিয়ার, লতিফ ইয়াছিন, মান্নান, সিরাজুল, ভিকটিম এর বাবা নজরুল এবং আরও অনেকে দেখিয়াছে মর্মে পরদিন তাহাকে বলে। বিবাহ বাড়ি হইতে তাহার বাড়ি নিকটেই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী ভিকটিমকে নিয়া মরিয়া যায় নাই বা কথিত স্যান্ডেলের মতো

স্যান্ডেল অনেকেরই আছে বা আসামী ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না বা এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বা আসামী বাদীপক্ষে শেখানো মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। .

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা, তিনি বলেন গত ০৪/০৬/২০০২ ইং তারিখে এস,আই হিসাবে মিঠাপুকুর থানায় কর্মরত ছিলেন। বাদির লিখিত অভিযোগ থানায় প্রাপ্ত হইয়া ভারপ্রপ্ত কর্মকর্তা সাহেব অত্র মামলা রুজু করেন। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরম যাহাতে ও,সি, সাহেবের লেখা ও ২টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। ফরম ও ২ টি স্বাক্ষর যথাক্রমে প্রদশর্নী ৪,৪(১),৪(২) হিসাবে চিহ্নিত হয়। এজাহারে ১টি স্বাক্ষর সনাক্ত মতে প্রদশর্নী ১(২) চিহ্নিত হয়। মামলার তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মৃতা কাজলরেখার সুরত হাল রিপোর্ট তৈয়ারী করেন। উপস্থিত সাক্ষীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাহার মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণের জন্য স্কটের মাধ্যমে লাশ মর্গে প্রেরন করেন। ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন। সুচীসহ খসড়া মানচিত্র অংকন করেন। সনাক্তমতে সূচীপত্র, খসড়া মানচিত্র ও ইহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৫,৬, ৫(১)ও ৬(১) চিহ্নিত করেন। আলামত জব্দ করেন, সনাক্ত মতে স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৩(৩) চিহ্নিত হয়। বাদী এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া স্বাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন। মৃতার ময়না তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। আসামীকে প্রেপ্তার করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোর্পদ করেন। আসামীর নাম ঠিকানা যাচাই করাইয়া প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন। মামলাটির তদন্তে ও সাক্ষ্য প্রমাণে এজাহার নামীয় আসামী সাজাহান বাদশাহর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমানিত হওয়ায় মিঠাপুকুর থানার অভিযোগপত্র নং-৩১১ তাং ২৬/০৮/২০০২ ইং দাখিল করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, সুরতহাল রিপোর্ট মৃত্যুর কারন সর্ম্পকে উল্লেখ করেন নাই। জব্দকৃত স্যান্ডেল এক্সপার্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নাই। আসামীকে কোথা হইতে ধরেন অভিযোগ পএে উল্লেখ আছে। বোয়ালমারী হইতে ভেন্ডাবাড়ি হাট ২১/২ মাইল দুরে। আসামীর বাড়ী শেরপুরে। স্যান্ডেল জোড়া ঘটনাস্থল হইতে পাওয়ার বিষয় এজাহারে উল্লেখ নাই। ঘটনার তারিখ এজাহারে ০৩ তারিখ উল্লেখ আছে। আসামীকে ১৫/০৬/২০০২ ইং আদালতে সোপর্দ করেন। ১৪ তারিখ সন্ধ্যা ০৭-০০ ঘটিকায় ধৃত করেন। ২ দিনের রিমান্ডে নিয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্যান্ডেল জোড়া তাহার একথা সে স্বীকার করে। তাহার কোন জবানবন্দি আদালতে রেকর্ড করান নাই, শঠিবাড়ি বাস স্টান্ড হইতে বোয়াল মারী আসা যায়। ইহা সত্য নহে যে, আসামী তাহার স্ত্রীকে প্রায় সময় শ্বশুর বাড়ি রাখিয়া যায়, আবার লইয়া যায় বা আসামীর স্ত্রীকে নেওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়ী আসিলে তাহাকে ধৃত করিয়া নেন বা আসামী তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিলে সে অবশ্যই ভেন্ডাবাড়ি আসিত না বা প্রকৃত পক্ষে সে স্ত্রী হত্যার বিষয় কিছুই জানিত না বা তিনি সঠিক ভাবে তদন্ত করিলে এই মামলার ফাইনাল রিপোর্ট হইত। এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জব্দনামামূলে একটি সাদা ফুলহাতা স্টাইপ শার্ট যাহার বাম পার্শ্বে উপরে এবং নিচে ২টি পকেট আছে। একটি খয়েরী উলেন মাফলার, একটি প্রীন্টের লিনেন লুঙ্গি, এক জোড়া চকলেট রংয়ের চামড়ার স্যান্ডেল যাহা ঘটনাস্থল হইতে জব্দ করেন। সনাক্ত মতে উক্ত আলামত সমূহ বস্তু প্রদর্শনী ক-ঘ' সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্যান্ডেল জোড়া ব্যতীত অপরাপর আলামত বাদীর উপস্হাপন মতে জব্দ করেন। ভিকটিমের পরিধেয় কাল রংয়ের ১টি ব্লাউজ, কমলা রংয়ের শাড়ির অংশ বিশেষ, কমলা রংয়ের পেটিকোটের অংশ বিশেষ যাহা তিনি চালান মূলে জব্দ করিয়াছিলেন, আজ সনাক্ত করিতেছেন। সনাক্ত মতে এই ০৩ দফা আলামত যথাক্রমে প্রদর্শনী 'ঙ'----'ছ'

চিহ্নিত হয়।মৃতার পিতা নজরুল ইসলামের উপস্থাপন মতে 'ক'----'গ' আলামত সমূহ জব্দ করেন। তাহার বাড়ি হইতে ৩০/৪০ গজ দূরে ঘটনাস্থল। সেখানে কাদা পানি ছিল। একটি স্যান্ডেল কাদায় ঢাকা ছিল। ঘটনাস্থলের কোন মাটি জব্দ করেন নাই। স্যান্ডেলে লাগানো মাটি ও ঘটনাস্থলের মাটি এক মাটি কিনা পরীক্ষা করান নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নং সাক্ষী ডাঃ আঃ জলিল, জবানবন্দিকালে বলেন যে, গত ০৫/০৬/২০০২ ইং মৃতা মোছাঃ কাজল রেখার লাশ ক:-১০৩৮ দুলাল হোসেনের সনাক্তমতে প্রাপ্ত হইয়া ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করিয়া নিম্নোক্ত জখমাদি দেখিতে পান।

1. Bruise over the left orbital region.
2. Abrasion on the upper quadrant of left breast.
3. Bruise over the left lateral aspect of the chest.
4. Abrasion on the left lateral aspect of the thigh. Irregularly distrilented bruise and erescentic abrasion present on the front and sides of the neck under the chin and upper part of the Chest.

   On dissection showed effecsions of clotted blood corresponding to the wounds. Roof of the orbital plate (L) found fractured and extravasate of blood and blood clots found Corresponding to the wounds and at the base of tougue.

Death in my opinion was due to shock and asphyxia followings homicidal throtling and internal haemorrhage which was antemortem and homicidal in nature.

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, Roof of the orbital plate found fracture ধরনের আঘাতের কারনে যে কোন মানুষ জ্ঞান হারাতে পারে। এই রুপ জখম accident অথবা homicidal হইতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ইহা homicidal

জখম ছিল। Left lateral aspect of thigh এর জখম যে কোন ঘষা বা ভোতা অস্ত্রের আঘাতে হইতে পারে। Abrasion on the upper quadrant of left breast এর জখম rubbing বা nail marking এর কারনেও হইতে পারে। Throatling এর কারনে wind pipe সাথে সাথে বন্ধ হইয়াছিল কিনা বলতে পারবে না। sudden closure এবং slowly closure of wind pipe এর ক্ষেত্রে বাহিরের আঘাতের চিহ্ন ভিন্ন হইতে পারে না। Crescentic abrasion অর্থাৎ হাত দ্বারা শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়। ইহা সত্য নহে যে, যেন তেন প্রকারে ময়না তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন বা মৃত্যুর সঠিক কারন নির্ধারন করিতে পারেন নাই। sexual violative attempt জনিত কারনে এই রুপ জখমাদি হইতে পারে, তবে তিনি ইহা বলতে পারবেন না এই ক্ষেত্রে তা হয়েছে কিনা।

নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তঃ

উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ দায়রা জজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহা একটি ঠান্ডা মাথায় উদ্দেশ্যমূলক হত্যাকান্ড। ... যাহা প্রদর্শনী-১ তথা এজাহারের বর্ণনামতে ০৩.০৬.২০০২ ইং তারিখ রাত ৯.৩০ মিনিটের সময় আসামী শাহজাহান বাদশা ভিকটিমকে হত্যা করিয়াছে, তাহার চাক্ষুষ সাক্ষী, সুরতহাল রিপোর্ট, ময়নাতদন্ত, খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র, বস্তু প্রদর্শনী ক-গ-ঙ-চ ইত্যাদি মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যদিও লঘু কিছু গড়মিল পরিলক্ষিত হয় এবং আপীলকারীকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ এর ফাইন্ডিং এর বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল বিবেচনার সুবিধার্থেঃ-

> "In view of the above facts and circumstances of the case along with all probabilities it appears that the prosecution

story of killing the victim Akhtar Banu @ Kajol Rekha assaulting by her husband Shajahan Badsha @ Shajahan at 09.30 P.M. on 03.06.2002 at the P.O. as narrated in **Ext. 1 Ejahar is well proved by ocular evidence,** inquest and post mortem report besides Ext. 5 Sketch map, Ext. 6 index and Material Exts. 'KA'–'GHA' series, 'UMA'–'CHHA' series although there are some minor discrepancies which do not falsify the broad feature of the fact. In consideration of the evidences on record facts and circumstances of the case detailed above, I find that the prosecution has been able to prove beyond all reasonable shaddow of doubt that the accused Shahjahan Badsha @ Shajahan intertionally committed murder of his married wife Akhter Banu @ Kajal Rekha, victim of this case by assault and throtling while she was under his control."

সিদ্ধান্ত ও উহার স্বপক্ষে যুক্তিঃ

আমরা এখন দেখিব আপীলকারী যে ভিকটিমকে খুন করিয়াছেন তাহার কোন চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল কিনা এবং ভিকটিম আপীলকারীর হেফাজতে থাকাকালে খুন হইয়াছেন কিনা? এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাইতে হইলে প্রথমে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিতে হইবে;-রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী বলেন যে, "আসামীকে রাত ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকাগামী বাসে একা বসা দেখিতে পাইয়া ভিকটিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, ভিকটিম চাচার বাড়ীতে টিভি দেখিতেছে (এজাহারে ..... চাচার বাড়ীতে শুইয়া আছে)। তখন রাত ১১:০০ টা পার হইয়াছে আপীল কারী ঢাকায় চলিয়া যায়। পরদিন ভোর ৬:০০ টায় (এজাহারে ৫:৩০ মিনিট) আবদুর রাজ্জাকের জমিতে তাহার চাচা লুৎফর রহমান ভিকটিমের লাশ দেখেন।"

২নং সাক্ষী বলেন, "পরের দিন ভোর বেলা আমার গ্রামবাসি চাচা রাজ্জাক মিয়া জমি হইতে হাস তাড়াইতে গেলে ঐ জমিতে ভিকটিমের লাশ দেখিতে পায়।"

৩নং সাক্ষী বলেন, "সকাল বেলা চিল্লাচিল্লি শুনিয়া উঠিয়া দেখি ভাইয়ের বাড়ীর পূর্ব দিকে রেজ্জাক মন্ডলের কাটা ইরি ধান ক্ষেতে ভাতিজীর লাশ দেখি।"

৪নং সাক্ষী বলেন, "পরদিন পাশের বাড়ির লোকজন চিল্লাচিল্লি করিয়া জানায় যে, রাজ্জাকের জমিতে কাজল রেখার লাশ পড়িয়া আছে।"

৫নং সাক্ষী বলেন যে, "জনৈক লুৎফর রহমান মাছ ধরার ডারকি তোলার জন্য যায় সকাল অনুমান ৭.০০ ঘটিকায়। কাছেই রাজ্জাক মন্ডলের জমির মধ্যে কাজল রেখাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়।"

৬নং সাক্ষী বলেন যে, "পরদিন ছোট চাচা মান্নান আসিয়া আমার স্বামীর বাড়ীতে সংবাদ দেয় আমার বোনের লাশ জমিতে পড়িয়া আছে।"

৭নং সাক্ষী বলেন যে, "পরদিন সকালে শুনি যে, কাজল রেখাকে তাহার স্বামী শাহজাহান বাদশাহ মারিয়া ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থলে যাই কাজল রেখার পিতার বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে একটি ইরি ধান কাটা জমিতে লাশটি দেখি।"

৮নং সাক্ষী বলেন, "সকাল বেলা আমার এক চাচা লুৎফর হাঁস ছাড়িয়া ক্ষেতের দিকে যাইতে থাকাকালে জমিতে লাল শাড়ি দেখিতে পায়। আগাইয়া যাইয়া দেখে ধান কাটার পর গোড়া থাকা পানিযুক্ত জমিতে কাজল রেখার লাশ পড়িয়া আছে।"

৯নং সাক্ষী বলেন যে, "কিছুটা পূর্ব দিকে সবাই অগ্রসর হইয়া দেখি লাশটি উত্তর দক্ষিণে শায়িত।"

১০ ও ১১ নং সাক্ষী ফরমাল সাক্ষী একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং অন্য জন ময়না তদন্তকারী ডাক্তার।

উপরোক্ত ১-৯ নং সাক্ষীরা কেহই বলেন নাই যে, তাহারা আপীলকারী কর্তৃক ভিকটিম কাজল রেখাকে খুন করিতে দেখিয়াছেন। অথচ বিজ্ঞ বিচারিক আদালত অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আপীলকারী এজাহারের বর্ণনামতে ঘটনার স্থানে ০৩/০৬/২০০২ তারিখ রাত ৯:৩০ মিনিটের সময় ভিকটিম আক্তার বানু @ কাজল রেখাকে খুন করিয়াছেন তাহা চাক্ষুস সাক্ষী দ্বারা সন্দেহাতীত প্রমাণিত (Ejahar is well proved by ocular evidence).

উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় অত্র মামলার কোন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া যায় নাই। সম্পূর্ণরুপে অবস্থাগত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ ভিকটিমকে সর্বশেষ আপীলকারী সাক্ষীদের মাঝ হইতে বৈঠক করা অবস্থায় ৮:৩০ মিনিট কোন কোন সাক্ষীর মতে ৯:৩০ মিনিটের সময় ডাকিয়া বাহিরে নিয়া যান; এবং রাত ১১:০০ ঘটিকার সময় আপীলকারীকে ঢাকা মূখি বাসে ১নং সাক্ষী একা দেখিতে পান। আর ভিকটিমের লাশ ১নং সাক্ষীর বাড়ীর ১০০ গজের মধ্যে রাস্তা হইতে ভিতরে ইরি ধান কাটা ক্ষেতে কাদা পানির মধ্যে ভোর ৬:০০ মিনিটের সময় ১নং সাক্ষীর চাচা লুৎফর রহমান প্রথম দেখিতে পান। আর একটি বিষয় হইল ভিকটিমের লাশের কাছে দন্ডিত-আপীলকারী একপাটি সেন্ডেল এবং রাস্তার পার্শ্বে আর এক পাটি সেন্ডেল পাওয়া যায়।

অবস্থাগত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য হিসাবে ঘটনা প্রমাণের বিষয়ে প্রথমে আসে ভিকটিমের লাশের পাশে দন্ডিত-আপীলকারীর পায়ের সেন্ডেল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এজাহারে এই কথা উল্লেখ নাই; এবং এজাহারকারী ১নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দী প্রদানকালেও সেন্ডেল পাওয়ার কথা বলেন নাই। ২নং সাক্ষী ও বলেন নাই যে, ভিকটিমের লাশের পাশে আসামীর সেন্ডেল পাওয়া যায়; ৭নং সাক্ষী বলেন যে,

ভিকটিমের চাচা সিরাজুল স্যান্ডেল দুইটি বাড়িতে লইয়া আসে, ৮নং সাক্ষী বলেন যে, সেখানে আসামীর পায়ের স্যান্ডেল জোড়া পাওয়া যায় চকলেট রং এর চামড়ার স্যান্ডেল পরে পুলিশকে দেই। ৯নং সাক্ষী বলেন যে, লাশটি মৃতার বাড়িতে আনিয়া সুরতহাল করা হইয়াছে, আলামত হিসাবে আসামী ১ জোড়া স্যান্ডেল, মাফলার, সার্ট এবং মৃতা কাজল বানুর একটি ব্লাউজ জব্দ করা হয়। জব্দনামায় তিনি স্বাক্ষর দেন। ১০ নং সাক্ষী বলেন যে, স্যান্ডেল জোড়া ঘটনাস্থল হইতে পাওয়ার বিষয়ে এজাহারে উল্লেখ নাই। আপীলকারীর স্যান্ডেল ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়াছে এই একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাগত সাক্ষ্য কিন্তু বিষয়টি এজাহারে উল্লেখ না থাকায় এবং সকল সাক্ষী এ বিষয়ে একই রকম সাক্ষ্য না দেওয়া সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে ভিকটিমের বাড়ী হইতে দন্ডিত-আপীলকারীর একটি ব্যাগসহ ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিস ও জব্দ করা হইয়াছে যাহা বাস্তু প্রদর্শনী হিসাবে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে চিহ্নিত হইয়াছে।

সকল সাক্ষী তাহাদের জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভিকটিম এবং আপীলকারীর দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল ৫নং সাক্ষী ভিকটিমের বোন যাহার এ বিষয়ে বেশী জ্ঞান থাকার কথা সেসহ সকল সাক্ষীই এই কথা বলিয়াছেন ভিকটিম ও আপীলকারীর মধ্যে কোন দিন ঝগড়াঝাটি হইয়াছে বলিয়া শুনেন নাই তাহাদের সুখের সংসার ছিল।

gvgjvi GRvnvi, Awf‡hvM cÎ, mv¶x‡`i mv¶¨vw` chv‡jvPbvq GKwU welq ¯úó †h ঘটনা রাত 8:00 n‡Z 8:30 wgwb‡Ui mgq Avcxj Kvix wfKwUg‡K Kw_Z ˆeVK nB‡Z WwKqv wbqv hvIqv Ges Avcxj Kvix‡K GKwK 1bs mv¶x Z_† GRvnviKvix KZK ivZ 11:00 NwUKvi mgq XvKv Mvgx ev‡m ewmqv _wK‡Z ‡`Lv, m‡evcwi mKvj 6:00 ঘটিকার সময় (এজাহারে 5:30 wgwb‡Ui mgq) wfKwU‡gi

jvk 1bs mv¶xi ewoi 100/150 MR `‡i ivস্তvi cv‡k Kv`v cwbh³ avb KvUv Bwi †¶‡Z পাওয়া Ges GRvnv‡i D‡jwLZ 9:30 nB‡Z 11:00 Uvi g‡a¨ †h †Kvb mgq wfKwUg‡K AvcxjKvix Lb Kwiqv‡Q মর্মে সন্দেহ হওয়া। wKš wfKwU‡gi jvk D×vi nq c‡ii w`b †fvi 6:00 ঘটিকায়। wfKwU‡gi nZ¨vKvÛ mv¶x‡`i mv¶¨g‡Z 9:30 nB‡Z 11:00 NwUKvi g‡a¨| wKš cwicwkKZv Zvnv mg_b K‡i wKbv †m w`‡K Avgv‡`i বিবেচনা করিয়া †`Lv c‡qvRb| BwZc‡e Avgiv wewfb mv¶xi mv¶¨w`‡Z জানিতে পারি †h, AvcxjKvix Ges wfKwU‡gi m‡Li msmvi wQj| Zvnv‡`i g‡a¨ KLbl ‡Kvb wel‡q SMovSwU ev g‡bvgwjcb¨র †Kvb Awf‡hvM †Kvb mv¶xi mv¶¨ cvlqv hvq bvB| mv¶¨ AvB‡bi 8 avive Abhvqx †Kvb NUbvi D‡Ïk¨, Awfcvq, c¯wZ, ceeZx l cieZx AvPiY cwicwkK mv‡¶¨‡i Dci Avmvgx‡K †`vlx mve¨‡স্তi Dci cvmw½K welq GLv‡b AvcxjKvixi m‡½ wfKwU‡gi m¤ú‡Kর †KvbB AebwZ N‡U bvB ev wfKwUg‡K nZ¨v ev Lb Kwi‡j AvcxjKvix jvfevb nB‡eb †m ai‡Yi †Kvb †gwUf AÎ gvgjvq Abcw¯Z| AvcxjKvixi m‡½ 1bs mv¶x GRvnviKvix Z_v wfKwU‡gi wcZv Z_v AvcxjKvixi kïi Kw_Z nZ¨vKv‡Ûi ci Z_v ivZ 11:00 NwUKvi mgq mwUevox evmó¨v‡Û ev‡m ‡`wL‡Z cvb Ges K‡_vcK‡_vb nq, †hLv‡b 1bs mv¶x wfKwU‡gi K_v wRÁvmv Kwi‡j AvcxjKvix ¯vfwweK fv‡e DËi †`b †h †m PvPvi ewo টিভি দেখিতেছেন (এজাহারে শুইয়াছেন)/Kvnvil Kvnvil mv¶¨ g†Z NgvBqv Av‡Qb| 1bs mv¶xi জবানবন্দিতে GB K_v¸wj LeB ¯vfwweK wQj e‡j cZxqgvb| wKš Ae¯vMZ অবস্থান ev cwicwkKZv Zvnv ¯vfwweK nlqvi K_v wQj না| hw` AvcxjKvix mv¶x‡`i ev GRvnv‡i D‡jwLZ mg‡qi g‡a¨ wfKwUg‡K Lb Kwiqv _v‡Kb Zvnv nB‡j Aciva

বিজ্ঞানের fvlvq আপীলকারী পেশাদার খুনি না হইলে wbðqB AvcxjKvixi K_vi g‡a¨ wKQুটা হইলেও RoZv ev AmsjMZv ev AvcxjKvixi mv¶x‡K Gwo‡q Pjvi cfve j¶¨ Kiv hাইবে Ges †hLv‡b Kv`v cwbi g‡a¨ wfKwUg‡K রাত 9:30 ঘটিকার সময় Mjv wUেিয়া kvmi“× করিয়া nZ¨v Kiv nBqv‡Q ewjqv Awf‡hvM †mLv‡b AvcxjKvixi †cvlvK cwi‡”Q‡` ev kix‡i রাত ১১:০০ ঘটিকার সময় wKQ bv wKQ wPý ev DcmM cwijw¶Z nIqv ¯vfwfeK|

wfKwU‡gi jvk D×vi nq c‡ii w`b †fvi ৬:০০ ঘটিকার w`‡K, NUbv¯j iv¯v nB‡Z wKQUv wfZ‡i| Bwi avb KvUv Rwgi g‡a¨ †hLv‡b Lvi“ chš cwb wQj Ges jvkwU Lmov gvbwPÎ Abhvqx iv¯v nB‡Z †ek wKQ wfZ‡i| mv¶x‡`i mv¶¨g‡Z AvcxjKvix wfKwUg‡K Mjv wU‡c ভিকটিমের মাথা কাঁদায় ডুবাইয়া (২নং সাক্ষীর সাক্ষ্যমতে) kvmi“× K‡i †hLv‡b jvk cwoqv wQj †mLv‡b nZ¨v Kwiqv‡Q| wKš cwicwkK Ae¯v, miZnvj wi‡cvU, †Kvb mv¶xi mv‡¶¨ Ggb †Kvb AvjvgZ Av‡m bvB †h wfKwUg‡K kvm‡iva Kwiqv gvivi mgq NUbv¯‡jর Kv`v gwU‡Z nvZ cv `vcv`wc ev `¯v`w¯i cgvY iwnqv‡Q| wfKwUg‡K hw` AvcxjKvix NUbv¯‡j kvm‡iva Kwiqv nZ¨v K‡i (২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী মাথা কাদায় ডুবাইয়া) Z‡e †h‡nZ ¯vbwU Kv`v cwbh³ †m‡nZ H NUbv¯‡ji Ae¯vi cwieZb nB‡e Ges lLv‡b `B R‡bi g‡a¨ `স্তv`wস্ত nBqv‡Q Zvnvi AvjvgZ we`¨gvb _wK‡e| wKš mv¶¨ cgv‡Y GB ai‡Yi †Kvb AvjvgZ cvIqv hvq bvB|

mv¶xi‡`i সাক্ষ্যমতে wfKwUg AvcxjKvixi m‡½ XvKvq Awm‡Z A¯xKvi Kwievi Rb¨ Zvnv‡ক Lb Kwiqv ivZ 11:00 NwUKvq XvKvMvgx ev‡m DwVqv cjvqb K‡i| wKš wfKwU‡gi jvk D×vi nq ‡fvi ৬:০০ ঘটিকায়| ivZ 11:00 NwUKv

nB‡Z †fvi ৬:০০ ঘটিকা chš— `xN mgq, GB `xN mg‡qi †Kvb e¨vL¨v ev Ae¯vMZ †Kvb Ae¯vb cwi¯wi b‡n| †h‡nZ nZ¨vKv‡Ûi †Kvb cZ¨¶ mv¶x bvB Ges †h‡nZ Avcxj Kvixi XvKv P‡j Avmv `xN mg‡qi c‡i wfKwU‡gi jvk D×vi †m‡nZ ejv hvq bv †h wfKwUg‡K me‡kl Avmvgxi m‡½ †`Lv wMqv‡Q Ges mv¶¨ AvB‡bi 106 avivi weavb Abhvqx Zvnv‡KB wb‡`vl cgvY Kwi‡Z nB‡e| 1bs mv¶x Avcxj Kvixi kïi ভিকটিমের পিতা e‡jb †h, NUbvi Zvwi‡Li 13 w`b ci Avcxj Kvix cbivq Zvnvi ewo‡Z Av‡m wfKwUg‡K XvKvq ‡bIqvi Rb¨| Zvnviv m‡›`n Kwiqv Zvnv‡K aZ K‡ib Ges cwj‡k †mvc` K‡ib| GKB fv‡e 4bs mv¶x wfKwU‡gi gv Avcxj Kvixi kvïox e‡jb †h, NUbv NUvi 12 w`b ci Avcxj Kvix Zvnv‡`i ewo‡Z Av‡m ZLb cwj‡k msev` w`qv Zvnv‡K †MdZvi Kivb| Z‡e G‡¶‡Î Ab¨ Ab¨ mv¶xiv wfb gZ †cvl Kwiqv‡Qন| ‡Kn ewjqv‡Qb Zvnv‡K iv¯v nB‡Z aiv nq, Avevi †Kn ewjqv‡Q ‡ভÛvewo nvU nB‡Z Zvnv‡K aiv nq| wKš GK_v wbwðZ †h Avcxj Kvix Zvnvi kïiewo এলাকায় wMqvwQj hvnv NUbvi 12/13 w`b ci| welqwU Mfxi fv‡e Zwj‡q †`Lv Avek¨K hw` Avcxj Kvix Zvnvi ¯x‡K Lb Kwiqv Pwjqv Av‡m Zvnv nB‡j ¯vfweK মানবীয় AvPi‡Y †Kvb Ae¯vq 12/13 w`b ci †m wfKwUg‡K Avbvi Rb¨ 1bs ও ৪নং mv¶xi সাক্ষ্য g‡Z wfKwU‡gi evevi evox ev Zvnvi kïi ewo ev H GjvKvq hvIqvi ck A¯vfweK, hvnv Aciva weÁv‡bi †Kvb hw³‡Z MnY‡hvM¨ bq, যদি না আপীলকারী পাগল হয়|

ivó c‡¶i 11 bs mv¶x Wvt Avãj Rwjj Gi mv‡¶¨i GKwU jvBb m¤úY NUbv‡K wfbfv‡e wePvi we‡kl‡Yi B½Z c`vb K‡i| †RivKv‡j wZwb e‡jb †h, "sexual violative attempt" (সেক্সুয়াল ভায়োলেটিভ এ্যাটেম্পট) RwbZ

Kvi‡Y GBi“c RLg nB‡Z cv‡i Z‡e Awg Bnv ewj‡Z cwie bv| এই ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে কিনা?"

Ae¯v`‡ó ivZ 11:00 NwUKv nB‡Z †fvi 6:00 NwUKvi g‡a¨ ZZxq c¶ GKwaK e¨w³ Øviv wfKwUg Avµvš nBqwQj wKbv †mB welqwU 11 bs mv¶xi mv‡¶¨ DwVqv Av‡m| †h‡nZ miZnvj wi‡cvU Abhvqx wfKwU‡gi jvk †h Ae¯vq iv¯v nB‡Z †ek wfZ‡i Kv`v cwbi g‡a¨ cvlqv wMqv‡Q hw` wfKwUg‡K H ¯v‡b kvm‡iva Kwiqv ev AvNvZ Kwiqv gviv bv nBqv _v‡K Zvnv nB‡j †Kvb GKK e¨w³i c‡¶ Ab¨Î Zvnv‡K Lb Kwiqv jvk পরিপাটি অবস্থায় NUbv¯‡j wbqv রাখিয়া আসা m¤e wKbv Avi nZ¨vKvix hw` GKwaK nq Ges gqbv Z`ন্ত wi‡cvU Abhvqx ও 11 bs mv¶xi mv¶¨ Abhvqx hw` wfKwU‡gi শরীরে যে ধরনের জখম cvlqv hvq Zvnv nB‡j Zvnv‡K Ab¨Î nZ¨v Kwiqv GKwaK e¨w³ Øviv jvk enb Kwiqv wbqv NUbv¯‡j cwicwUfv‡e ivLv m¤e| wKš wfKwU‡gi Dci †Kvb †hŠb wbhvZb nBqwQj wKbv GB wel‡q gqbv Z`‡ন্ত †Kvb D‡jL bvB| hw`I 11 bs mv¶x Wvt Avãj Rwjj ewjqv‡Qb †h, "sexual violative attempt" জনিত Kvi‡Y Grüc RLgw` nB‡Z cv‡i| ¯vfweK ck Av‡m Avcxj Kvix Ges wfKwUg ¯vgx ¯x| BwZc‡eI †m GKwaKevi Zvnvi ¯x‡K GKv iwLqv XvKvq Pwjqv Awmqv‡Q| mv¶x‡`i সাক্ষ্যg‡Z Zvnv স্বীকৃত| তাই ভিকটিমের শরীরে এই ধরনের জখমের অস্তিত্ব এবং তাহা আপীলকারী কর্তৃক সাক্ষী হিসাবে সংগঠনের বিষয় প্রশ্নের সম্মুখীন|

NUbvi অবস্থাগত cwicwkKZvi GKUvB we‡eP¨ welq †h, NUbv¯‡ji cv‡k Avcxj Kvixi cv‡qi m¨v‡Ûj cvlqv wMqwQj| wKš GZ eo GKUv ¸i“ZcY welq 1bs mv¶x Zvnvর GRvnv‡i D‡jL K‡ib bvB| এমনকি ১নং সাক্ষী জবানবন্দিকালেও

তাহা বলেন নাই। AwaKš 7 bs mv¶x ewjqv‡Qb NUbv¯‡j AvcxjKvixi cv‡qi m¨v‡Ûj cvBqv wfKwU‡gi evevi ewo‡Z wbqv AwmqwQ‡jb| 4 নং mv¶x e‡jb †h, Avcxjkvixi ব্যাগপত্র 1bs mv¶xi ewo‡Z wQj Zvnv সিরাজুল ২নং সাক্ষী, মান্নান ৮নং সাক্ষী, শাহীনুর ৩নং সাক্ষী `v‡ivMv mv‡ne‡K †`b Ges Zvnv Rã Kiv nq| এজাহার সর্বাগ্রে রেকর্ডকৃত দলিল হিসাবে মূল্য বহন করে। বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করিবেন সর্বাগ্রের ঘটনা এজাহারে কি ছিল এবং শেষে বিভিন্ন পর্যায়ে কতটুকু বেশী বা কম উন্নতি ঘটিয়াছে। যেখানে একটি খুনের মামলার চাক্ষুষ সাক্ষ্য না থাকিলে এজাহারে সন্দেহের কারণগুলি গুরুত্বের সঙ্গে তাহা বিবেচনার দাবী রাখে। এক্ষেত্রে সিরাজ মিয়া-বনাম-রাষ্ট্র, ৪৯ ডি,এল,আর ১৯২ মামলার নজির এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

> "The first Information Report though not a substantive piece of evidence it is very important as to understand the prosecution case at the earliest point of time and can be used for contradiction or corroboration with the maker and helps to check subsequent embellishment of the prosecution case."

‡Kvb †Kvb mv¶x Zvnv‡`i mv‡¶¨ D‡jL K‡ib †h, wfKwU‡gi miZnvj NUbv¯‡j Avevi †Kn †Kn e‡jb wfKwU‡gi jvk wfKwU‡gi evevi ewo‡Z Awbqv miZnvj wi‡cvU ˆZwi Kiv nq Ges RãZwjKv ˆZwi Kiv nq|

1bs mv¶x Zvnvi GRvnv‡i Ges সাক্ষ্যদান কালে GKB K_v ewjqv‡Qb †h wfKwUg AvcxjKvixi m‡½ XvKvq bv hvIqvq Zvnv‡`i m‡›`n nq †h, AvcxjKvix wfKwUg‡K nZ¨v Kwiqv XvKvq cwj‡q গিয়াছেন| wKš m‡›`‡ni KviY MnY‡hvM¨

bq hw` †mLv‡b D‡jL bv _v‡K AvcxjKvixi cv‡qi m¨v‡Ûj wfKwU‡gi jv‡ki cv‡k cvIqv wMqv‡Q। সেখানে আপীলকারীকে সন্দেহ করার কারণ কি ছিল তাহা পরবর্তীতে অন্যান্য সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশ এজাহার হইতে ঘটনা অন্য দিকে ধাবিত করে এবং পরবর্তী সংযোজিত বলিয়া সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে।

m¤úY gvgjwU cwicwkK সাক্ষ্যের Dci wbfikxj| wfKwUg‡K AvcxjKvixi m‡½ †kl ev‡ei gZ †`Lv wMqwQj ewjqvB AvcxjKvix wfKwUg‡K nZ¨v Kwiqv‡Q BnvB ivó c‡¶i সাক্ষীদের মূল বক্তব্য| wKš wfKwU‡gi jvk D×vi nq †fvi 6:00 ঘটিকায় AvcxjKvix‡K 1bs mv¶x me‡kl GKv GKv †`‡Lb ivZ 11:00 NwUKvq| ivZ 11:00 NwUKv nB‡Z †fvi 6:00 ঘটিকায় GB mg‡qi NUbv meviB ARvbv| ‡h‡nZ ivZ 8:00 nB‡Z 8:30 wgwb‡Ui mgq wfKwUg AvcxjKvixi mwnZ ewni nBqv hvb Ges ivZ 11:00 NwUKvq AvcxjKvix XvKvq Pwjqv hvb †m‡nZ Abgvb Kiv nq †h, wfKwUg XvKvq bv hvIqvi Kvi‡Y AvcxjKvix Zvnv‡K nZ¨v Kwiqv cwjqv wMqv‡Q| GB Abgv‡bi wfwË‡Z wePwiK Av`vjZ AvcxjKvix‡K mvRv c`vb Kwiqv‡Q| সর্বশেষ ভিকটিমকে আসামীর সঙ্গে একত্রে পারিবারিক বৈঠক হইতে একসঙ্গে উঠিয়া যাইতে দেখা যায় এবং ভিকটিমের হত্যার জন্য আপীলকারীই দায়ী সন্দেহ করা হয়, ইহা একটি দুর্বল প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থাগত সাক্ষ্য। এ ধরনের ঘটনায় শুধু সর্বশেষ একসঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে দেখা এবং আপীলকারীকে একাকী ঢাকাগামী বাসে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে তাছাড়া ঘটানো প্রমাণের জন্য এবং আপীলকারীকে সাজা দেওয়ার জন্য আরো যুক্তি সঙ্গত অবস্থাগত ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের প্রয়োজন এবং হত্যার ঘটনার সঙ্গে একীভূত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু mwewK we‡ePbvq cwicwkK পরিবেশের mwnZ Ae¯vMZ mvc¶¨র

wgj cwi`ó nq bvB, hvnvi wfwË‡Z Avcxj Kvix‡K †`vlx mve¨¯— Kiv hvq| এক্ষেত্রে ১২ বিএলডি ২৮৪, রাষ্ট্র-বনাম-শ্রী রজিত কুমার প্রামানিক মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Evidence of last seen together, whether is a weak type at circumstantial evidence for convidtion for a murder case."

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র-বনাম-আরমান আলী গং ৪২ ডি,এল,আর (এডি) ৫০ মামলার নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেখানে বিজ্ঞ মহামান্য আপীল বিভাগে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে,

> "In a case based on circumstantial evidence, before any hypothesis of guilt can be drawn on the basis of circumstances, the legal requirement is that the circumstances themselves have to be proved like any other fact beyond reasonable doubt. If the witnesses examined to prove the circumstances are found to be unreliable or their evidence is found to be unacceptable for any other reason the circumstances cannot be said to have been proved and therefore there will be no occasion to make any interference of guilt against the accused.

ঘটনার প্রাসাঙ্গিকতা হইতে প্রকাশিত †h, Avcxj Kvix NUbvi mgq Zvnvi ¯x‡K Lb Kwiqv XvKv Awfg‡L cvjvqb Kwi‡Z‡Q Ges †mB gn‡Z 1bs mv¶x wfKwU‡gi wcZvi mwnZ Zvnvi mv¶vr NwUqv‡Q hvnv LeB ¯vfweK wQj ewjqv 1bs mv¶xi mv¶¨g‡Z cwZwôZ, AwaKš Kw_Z NUbvi 12/13 w`b ci Avcxj Kvix wfKwUg ¯x‡K Avbvi Rb¨ wfKwU‡gi evevi ewo Awmqv‡Qb hvnv wfKwU‡gi evev

gv 1 I 4 bs mv¶x Zvnv‡`i mv¶¨ ¯xKvi Kwiqv‡Qb, †m ক্ষেত্রে Ae¯vMZ সাক্ষ্য ঘটনা cgv‡Yi সন্দেহের সৃষ্টি করে, যাহার mwea Avcxj Kvixi c‡¶ hvq| G‡¶‡Î অবস্থাগত সাক্ষ্য আসামীর বিরুদ্ধে সন্দেহের চেয়ে বেশী কিছু সৃষ্টি করে না, সেক্ষেত্রে তাহাকে দন্ডিত করা যায় না। অবস্থাগত সাক্ষ্যের দ্বারা দোষ প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত ৪টি বিষয় থাকা অতি আবশ্যক;

(ক) যে অবস্থার আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা অবশ্যই সুস্পষ্টরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) অনুমানের সহিত সকল ঘটনার সুদৃঢ় গাথুনি থাকিতে হইবে।

(গ) অবস্থাগুলি প্রাকৃতিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে।

(ঘ) অবস্থাগুলির নিশ্চয়তার ক্ষেত্র দৃঢ় হইবে এবং প্রত্যেকটি অনুমানকে বাদ দিতে হইবে।

এক্ষেত্রে এ আই আর ১৯৬০ (এসসি) ২৯, মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য যেখানে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।.

> “In cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circustances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of e vidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused.
>
> The principle that the inculpatory fact must be inconsent with the innocence of the accused and incapable of

explanation on any other hypothesis than that of guilt does not mean that any extravagant hypothesis would be sufficient to sustain the principle, but that the hypothesis suggested must be reasonable."

সম্পূর্ণ মামলাটি অবস্থাগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। অবস্থাগত সাক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে কোন বিচার্য বিষয় প্রমাণ করে না। ইহা এক ধরণের পরোক্ষ সাক্ষ্য। মূল বিচার্য্য বিষয়ের সাথে কতগুলো ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকতার সমন্বয় ঘটে অবস্থাগত সাক্ষ্য। একইসূত্রে গ্রথিত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর সব বিষয়কে বিবেচনা করিলে বিচার্য বিষয়ে সত্যতা এবং অসত্যতা সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত বহন করিয়া থাকে। প্রয়োজনীয় যোগসূত্রের প্রমাণ বাদ পড়িলে সমগ্র যোগসূত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং একইভাবে মূল্যবান অবস্থাগত সাক্ষ্য ঘটনা প্রমানের সুযোগ হইতে অভিযোগকারীকে বঞ্চিত করে এবং আসামী তাহার সুবিধা পাইতে পারে।

মামলা যখন অবস্থাগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে তখন অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ দিলে দেখাযায় ভিকটিম আপীলকারীর সঙ্গে ঢাকা যাইতে রাজী না হওয়ায় তাহাকে আপীলকারী হত্যা করিয়া ঢাকায় পালিয়া গিয়াছে বলিয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সহজ সমীকরণ কিন্তু ইতিপূর্বে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে, আপীলকারী এবং ভিকটিমের সুখের সংসার ছিল এবং ভিকটিমের মা-বাবা সহ তাহার ছোট বোন যাহার বিবাহ উপলক্ষ্যে আপীলকারী এবং ভিকটিম ঘটনাস্থলের বাড়িতে আসিয়াছিলেন এবং স্বীকৃত মতে বিবাহের ১ সপ্তাহ পূর্বে ভিকটিমকে আপীলকারী ঘটনার বাড়ীতে রাখিয়া যান, ঘটনার দিন বিবাহ উপলক্ষ্যে পুনরায় ঘটনাস্থলের বাড়ীতে আসেন এবং আরো স্বীকৃত যে ইতিপূর্বেও আপীলকারী ভিকটিমকে একা রাখিয়া একাধিকবার তাহার কর্মস্থলে ঢাকা চলিয়া গিয়াছেন। সেক্ষেত্রে ঘটনার দিন ভিকটিম

ঢাকায় যাইতে রাজী না হইলে তাহাকে হত্যা করার মত অভিপ্রায় আপীলকারীর হইতে পারে মর্মে সন্দেহ, সুরত হাল রিপোর্ট ও ময়না তদন্ত অনুযায়ী জখমের প্রকৃত যখম পরিকল্পিতভাবে ..এবং একাধিক আঘাতের সমন্বয়ের ফলে মৃত্যুর কারণ, সর্বোপরি ডাক্তারের সাক্ষ্যে এ ধরণের জখম sexual violative attempt জনিত কারণে হইতে পারে মর্মে উল্লেখ আছে, সেখানে এই ধরনের অপরাধ সংগঠনের পিছনে যুক্তিযুক্ত অভিপ্রায় থাকা এবং তাহা সাক্ষ্য প্রমানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আসামীকে দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে ৩৯ ডিএলআর (এডি) ১৯৪ নওশের আলী-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> “Motive is sometiems important as evidencing a state of mind which is a material element in the offence charge.”

সকল সাক্ষী তাহাদের সাক্ষ্যে যদিও বলেন যে, ভিকটিম ঢাকা যাইতে রাজী না হওয়ায় তাহাদের সন্দেহ আপীলকারী ভিকটিমকে হত্যাকরে কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যে তাহা প্রমান করে না যখন তাহারাই বলেন যে, আপীলকারী মাঝে মাঝে ভিকটিমকে একা রাখিয়া যাইতেন। এমনকি ঘটনার ১ সপ্তাহ পূর্বেও ভিকটিমকে একা রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং কথিত ঘটনার দিনই আবার ঘটনাস্থলের বাড়ীতে আসেন। তাই প্রতীয়মান যে রাষ্ট্র পক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্যে ভিকটিমকে খুনের অভিপ্রায় প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র- বনাম-সরোয়ার উদ্দিন মামলার সিদ্ধান্ত এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যাহা ৫ বি,এল,সি ৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত যেখানে সিদ্ধন্ত হয় যে,

> “Although the prosecution is not bound to prove the motive of killing in every case but when any motive is suggested becomes the duty of the prosecution to prove the same. In the instant case the prosecution has not been able to prove the motive suggested by them.”

১৮ বিএলডি (এডি) ২৫৪ রাষ্ট্র বনাব গিয়াস উদ্দিন মামলার নজিরও এখানে বিবেচনার যোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ".....The Court will see if sufficient direct evidence is there or not. If not, motive may be a matter for consideration, specially when the case is based on circumstantial evidence."

বিচার্য ঘটনা, ঘটনার উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণ সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিষয় সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য ধারাটি অনুদৃত হইল, যাহা নিম্নরূপ ঃ

> **"8. Motive, preparation and previous or subsequent conduct,**
>
> Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact.
>
> The conduct of any party, or of any agent to any party, to any suit or proceeding, in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue there in or relevant thereto, and the conduct of any person, an offence against whom is the subject of any proceeding, is relevant, if such conduct influences or is influenced by any facts in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto."

সাক্ষীদের সাক্ষ্যে পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী কর্তৃক ভিকটিমকে হত্যার কোন উদ্দেশ্য এবং প্রস্তুতি, পরিকল্পনা প্রমানিত হয় নাই; যেখানে সাক্ষীদের সাক্ষ্যমতে সন্দেহ হয় আপীলকারী ভিকটিমকে ৯:৩০ ঘটিকার মধ্যে ঘটনা স্থলে হত্যা করিয়া রাত ১১:০০ ঘটিকার সময় ঢাকাগামী বাসে পলাইয়া যাইবার সময় ১ নং সাক্ষীর সঙ্গে তাহার শেষ দেখা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে কথাবর্তা হয়, অধিকন্তু

ভিকটিমকে কাদাপানিযুক্ত ইরি ধান কাটা ক্ষেতের মধ্যে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সাক্ষীদের সন্দেহ কিন্তু ১নং সাক্ষীর সঙ্গে যখন আপীলকারী শেষ দেখা হয় তখন তাহার পোষাক-আশাক বা শরীরে কাদা মাটির চিহ্ন বা পোষাক-আশাক পানিতে ভিজা থাকা স্বাভাবিক, সাক্ষ্য প্রমানে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, এজাহারে যেমন ভিকটিমের লাশের পাশে আপীলকারীর স্যান্ডেল পাওয়ার কথা উল্লেখ নাই, তেমনই সাক্ষ্য প্রদানকালেও ১নং সাক্ষী এজাহারকারী ভিকটিমের পিতা বলেন নাই যে ভিকটিমের লাশের পাশে আপীলকারীর স্যান্ডেল পাওয়া গিয়াছিল, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এজাহারে না থাকা এবং এজাহারকারী সাক্ষ্য প্রদানকালেও তাহার উল্লেখ না করা এবং যেখানে আপীলকারী ব্যবহার্য জিনিসপত্রসহ একটি ব্যাগ ১নং সাক্ষী এজাহারকারীর বাড়ীতে ছিল, যাহা সাক্ষ্য ও জব্দতালিকা মতে স্বীকৃত এবং যেখানে কথিত ঘটনার ১২/১৩ দিন পর আপীলকারী ঘটনাস্থলের বাড়ীতে ভিকটিম স্ত্রীকে আনিতে যাওয়ার বিষয় এজাহারকারী ১নং এবং ৪নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা স্বীকৃত, যাহারা আপীলকারীর শ্বশুর-শাশুড়ি বটে এবং সাক্ষ্য প্রদানকালেও তাহারা আপীলকারীকে জামাই সম্বোধন করিয়া আসিতেছিল, সর্বোপরি ১১নং সাক্ষী ডাঃ আঃ জলিল যখন সাক্ষ্য প্রদানকালে স্বীকার করেন যে, ভিকটিমের শরীরের জখম (sexual violative attempt) সেক্সুয়াল ভায়োলেটিভ এ্যাটেম্পট জনিত কারণে হইতে পারে সেখানে সন্দেহের বিষয় ভিন্ন খাতে ধাবিত করে। পরিশেষে সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার বিধান মতে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী ভিকটিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণ (Motive, Preparation and previous or subsequent conduct) কোন কিছুই সন্দেহের উর্দ্ধে রাষ্ট্র পক্ষ প্রমান করিতে সমর্থ হন নাই এবং অবস্থাগত সাক্ষ্যের সুদৃঢ় গাথুনির বিন্যাস সাধনে রাষ্ট্র পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন,

আর যখন তাহা কেবল সন্দেহেরই উগ্রেক করে তখন এই সন্দেহ কেবলমাত্র আপীলকারীকে সাজা দেওয়ার একমাত্র ভিত্তি হইতে পারেনা। সেক্ষেত্রে সন্দেহের সুফল আপীলকারীর পক্ষে যায় এবং আপীলকারী খালাস পাইতে অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় ন্যায়তঃ অধিকারী। এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ওসমান গনি-বনাম-রাষ্ট্র, ৯বিএলটি(এডি) ১০৭, মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহার নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যাহা নিম্নরূপঃ

> "The principle of circumstantial evidence to prove the guilt of an accused is that all the circumstances must themselves be proved beyond all reasonable doubt and the chain of circumstances should be so that the innocence of the accused is incompatible with the circumstances. It there be any missing link the accused will escape through it, for in that case the prosecution case will not be proved up to the hilt. ..... Again, marks of injury in the dead body does not involve an individual with the crime of murder. ..... It was incumbent on the Courts below to properly scrutinise the material circumstances for determining whether the chain of circumstantial evidence is so complete as to lead to the only conclusion of the appellant's guilt. In our view, the cumulative effect of the circumstantial evidence in this case falls far short of the test required for sustaining conviction. Suspicion, however, strong cannot be the basis of conviction."

রাষ্ট্র-বনাম-আবুল বশার ওরফে বশির ওরফে খালেক গং, ৯বিএলটি (এডি) ২১৯, রাষ্ট্র-বনাম-মনু মিয়া গং, ১০ বিএলটি(এডি) ১২ মামলায় ও সর্বোচ্চ আদালতে একইরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Dc‡iv³ Av‡jvPbv, chv‡jvPbv ও সিদ্ধাšÍvejxর Av‡jv‡K Avgiv GKgZ †h, weÁ দায়রা জজ †Kvb cZ¨¶ mv¶xi mv¶¨ cgvY ছাড়া cwicwkKতা Ges Ae¯'vMZ mvc¶¨i m`p Mv_wb e¨ZxZ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া সাক্ষ্যাদি নিবিড়ভাবে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়নে ব্যর্থতায় পাতিত হইয়া শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্থক্রমে উল্লেখিত দন্ড ও সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং AvBbvbM nq bvB weavq তাহা i¶Yxq nB‡Z cv‡i bv| †m‡nZ তর্কিত ivq ও দন্ডাদেশ i` I iwnZ nIqvi †hvগ্য এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ এর দন্ডাদেশ ও রায়ে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও জোরালো হেতুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আমাদের অভিমত।

AZGe,

djvdj,

Dc‡iv³ KvitY AvcxjwUতে উপযুক্ত উৎকর্ষতা (Merit) রহিয়াছে বিধায় আপীলটি gÄi Kiv nBj| weÁ `vqiv RR, isci KZK `vqiv gvgjv bs-246/2002, যাহার জি,আর নং-৩৯/২০০২, যাহা মিঠাপুকুর থানার মামলা নং-১০ তারিখ ০৪/০৬/২০০২ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে আপীলকারীকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারা দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩০/০৪/২০০৭ ইং তারিখের প্রদত্ত সাজার রায় ও আদেশ রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারীকে অত্র মামলায় নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল। AvcxjKvixi wei"‡× hw` Ab¨ †Kvb gvgjvয় AvUKv‡`k bv _v‡K Z‡e Zvnv‡K AwZ mËi gw³র wb‡`k c`vb Kiv nBj|

wbম্ন Av`vj‡Zi bw_ h_vkxN †ciY Kiv nDK|

<u>wePvicwZ G,GBP,Gg, kvgmwÏb †PŠaixt</u>

Awg GKgZ।